দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

শান্তির শিক্ষা

শিক্ষা তো শিক্ষাই। যা শিখানো হয় বা যা শিখে তা-ই শিক্ষা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি শিখানো হয় ৫ কেজি দুধে ২ কেজি পানি মিশিয়ে ক্রয়মূল্যে বিক্রি করলে কত টাকা লাভ হবে। অথবা ৫ কেজি দুধের ক্রয়মূল্যের সঙ্গে দশ টাকা লাভ যোগ করে বিক্রি করলে প্রতি কেজির মূল্য কত হবে। উভয় পদ্ধতিতেই লাভ হবে, তবে প্রথমটি জনপ্রতারণামূলক মানব রচিত শিক্ষা ব্যবস্থা— দ্বিতীয়টি জনহিতকর আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ধর্মীয় ভাবধারায় উজ্জীবিত শিক্ষা ব্যবস্থা। কাজেই, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় সার্বিক জনকল্যাণের দিক-নির্দেশনা নেই, যে পদ্ধতিতে সুধ, ঘুষ, মদ, জুয়া, হাউজি, উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মহীনতা, অপসংস্কৃতি ও ফ্রিস্টাইল জীবন যাপনের পদ্ধতি উৎসাহিত এমন শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন জনপদ বা রাষ্ট্রের উন্নতি হতে পারে, কিন্তু ঐ জনপদে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। উন্নতির জন্য শিক্ষার প্রয়োজন, শান্তির জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষার। উন্নত জনপদগুলোর দিকে তাকালে কি দেখি সেখানে মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ উন্মত্ততা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যার মাধ্যমে বিত্তবান হওয়ার অপকৌশল, ভোগ বিলাসের প্রতিযোগিতা, পাশের জনপদে অশান্তি সৃষ্টির কুটকৌশল, অন্য জাতি ও দরিদ্র জনপদ ধ্বংস করার পাঁয়তারা, সম্পদ ও অন্য রাজ্য অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করার হীন মানসিকতা।

সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হলে প্রথমে প্রকৃতিকে বুঝতে হবে। জানতে হবে, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি শুধু সৃষ্টি করেই দায়িত্ব শেষ করেননি। তাঁর সৃষ্ট আঠারো হাজার মাখলুকাতের জীবন যাপনের উপযোগী একটি বিধানও তিনি দিয়েছেন। জীবন চাকাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্রষ্টার নির্দেশিত জীবন বিধানের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আর সেই বিধানের শিক্ষাই মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষা দেয়া হয়। মানব জীবনের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাই প্রকৃত সুশিক্ষা। স্রষ্টার বিধানের যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ এবং তদানুযায়ী নিজে আমল করা ও সমাজের সর্বস্তরে এর বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সার্বিক উন্নতি ও শান্তি লাভ সম্ভব।

যে শিক্ষায় প্রকৃতি উপেক্ষিত, যেখানে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকৃত, যেখানে খেয়ালীপনা প্রাধান্য পায়, ভোগ বিলাসই মুখ্য। জীবনের উৎপত্তি ও পরকাল বিতর্কিত। আপসুস! এমন শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র কর্তৃক সঞ্চিত অবৈধ সামগ্রী তাদের কি কাজে আসবে? না তাদের মৃত্যু ঠেকাতে পারবে, না পারবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে।

অস্থির এ পৃথিবীতে সবাই শান্তির প্রত্যাশায় প্রহর গুণছে। এমতাবস্থায় সার্বিক শান্তির জন্য বিশ্ব স্রষ্টার দেয় বিধান আল কোরআন এবং তদীয় হাবীব (সঃ)-এর বাণী হাদীসসমূহের শিক্ষার জন্য মাদ্রাসার শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য। মাদ্রাসার শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সমাজের সর্বস্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করলেই কেবল বিশ্বমানবতা সার্বিক উন্নতি ও শান্তি লাভ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাসার শিক্ষাই শান্তির শিক্ষা।

—মুহাঃ শহীদ উল্লাহ পাটওয়ারী